যুগান্তর

তারিখ 11 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ভোলায় নার্সিং ইন্সটিটিউটে ভর্তি জালিয়াতি : তোলপাড়

৪ জনের ভর্তি বাতিল : আটকের নির্দেশ

ভোলা প্রতিনিধি :

ভোলায় সরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং (সাইন্স অ্যান্ড মিডউইফেরি) কোর্সে জালিয়াতি করে ভর্তির বিষয় ফাঁস হওয়া নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ৪ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। এদের আটক করা হলেও শনিবার কৌশলে ৩ জন পালিয়ে গেছে। একটি চক্র দেশের বিভিন্ন নার্সিং ইন্সটিটিউটে জালিয়াতি করে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই চক্রই এসএসসি ও এইচএস্সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা শিক্ষার্থীদের নামে অনলাইনে আবেদন করে তাদের পরিবর্তে পরে একই রোল নম্বর দেখিয়ে কম মেধা সম্পন্নদের ভর্তি করে। প্রভাবশালী একটি চক্র এসব কাজে জড়িত রয়েছে। সিভিল সার্জন ডা. ফরিদ আহমেদ জানান; বিষয়টি জানার পরপরই অভিযুক্তদের আটক করতে নির্দেশ দেয়া হয়। মূল চক্রকে খুঁজে বের করারও নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। ইন্সটিটিউটের ইনচার্জ রোকসানা পারভিন যুগান্তরকে জানান, এখানে ৫০ জনের আসন কোটা রয়েছে। ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে অনলাইনে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ অনুযায়ী ভর্তির জন্য তালিকাভুক্ত হয়। এদের মধ্যে ৩৮ জন নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ২৫ তারিখে ভর্তি হয়। এদের তালিকা করার পরই ৪ জনের জালিয়াতি ধরা পড়ে। রোল নং- ১৩৮৫৩, রাবেয়া আক্তার কনক, পিতা মো. কবির উদ্দিন। এ নামের পরিবর্তে ভর্তি হয়েছে সিলেটের গৌরাঙ্গ সূত্রধরের মেয়ে পিংকি সূত্রধর। রোল নং ২০৬০১, মোসাম্মত মনিরা খাতুনের পরিবর্তে ভর্তি হয় বরিশাল সদর উপজেলার মো. আলমগীর হোসেনের মেয়ে সুরাইয়া আক্তার আন্নি। রোল নং ২০৬০৯, মোসাম্মৎ হামিদা খাতুনের পরিবর্তে ভর্তি হয় জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী এলাকার আবদুল বারি শেখের মেয়ে তারিন আক্তার। রোল নং ২৪৮১৫, ফাতেমা নাসরিনের পরিবর্তে ভর্তি হয়েছিল পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরের অজিত সরকারের মেয়ে মৌমিতা সরকার মৌ। এরা রোল নাম্বার ঠিক রেখে তাদের স্ব স্ব কাগজপত্র জমা দিয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে অনলাইনের আবেদনের তথ্য যাচাই-বাছাইকালে জালিয়াতি ফাঁস হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সুরাইয়া আক্তার স্বীকার করেছে বরিশালের এক লোক টাকার বিনিময়ে তাকে ভর্তির জন্য সহায়তা করে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ৮ জানুয়ারি সিভিল সার্জনের কাছে চিঠি আসে।